কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদ

ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশের নির্বিচার হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পহেলা বৈশাখে নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারের (ডিএমপি) কার্যালয় ঘেরাও করতে গিয়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা পুলিশের ব্যাপক লাঠিপেটার শিকার হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। প্রহারে নারীকর্মীসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১০ জন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। ঘটনার সময় ৫ নেতাকর্মীকে আটক করা হলেও পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল দুপুর ১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে প্রগতিশীল ছাত্ররা একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনের সড়কে জড়ো

▶▶ পৃষ্ঠা ৪ ক. ২

পুলিশের তদন্তেই মিলেছে ২ কর্মকর্তার গাফিলতির তথ্য ▶ পৃষ্ঠা ৪

পহেলা বৈশাখে নারী লাঞ্ছনা

পুলিশের তদন্তেই মিলেছে দুই কর্মকর্তার গাফিলতির তথ্য

রেজোয়ান বিশ্বাস ও রফিকুল ইসলাম

পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নারী লাঞ্ছনার ঘটনায় পুলিশের তদন্তে শাহবাগ থানার দুই পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার তথ্য উঠে এসেছে। ওই ঘটনায় পুলিশের গঠন করা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে দুই কর্মকর্তার গাফিলতির তথ্য ছাড়াও আগামী দিনে বর্ষবরণসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসহ আশপাশের এলাকায় কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে তার সুপারিশ রয়েছে। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারী লাঞ্ছনার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে না পারার ব্যাখ্যাও রয়েছে এ প্রতিবেদনে। পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা নিশ্চিত করেছে, দুটি আলাদা তদন্ত কমিটি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়ার কাছে গত বৃহস্পতিবার এ প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

গত ১৪ এপ্রিল বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারী লাঞ্ছনার ঘটনার পরই তদন্তে দুটি কমিটি গঠন করে ডিএমপি। দুই কমিটিতে ছিলেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) মোহাম্মদ ইব্রাহিম ফাতেমী, যুগ্ম কমিশনার (লজিস্টিকস) ওয়াই এম বেলালুর রহমান ও ডিবির যুগ্ম কমিশনার জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বর। তদন্তকাজে সহায়তা করেছেন ডিএমপির রমনা জোনের অতিরিক্ত উপকমিশনার ও সহকারী কমিশনার। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুলিশের একটি কমিটি বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারী নিগ্রহের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করার কাজ করে। অন্য কমিটি পুলিশের ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব খতিয়ে দেখে। সাত কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল। তবে দুটি কমিটিই আরো সাত দিনের সময় নিয়ে তদন্ত করে।

তদন্ত প্রতিবেদনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে শাহবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এ কে সাইদুল হক ভূঁইয়া ও এসআই আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করে বলা হয়েছে, বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারীদের লাঞ্ছিত করার সত্যতা রয়েছে। সেই সঙ্গে সেদিন পুলিশের কিছু সদস্য ঘটনার আশপাশে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকলেও সঠিকভাবে তাঁরা নিজ দায়িত্ব পালন করেননি। তদন্তে সুপারিশ করা হয়েছে, বিকেল ৩টার পর থেকে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দীর একটি ফটক খোলা রেখে অন্য সব ফটক বন্ধ করে দিয়ে নজরদারির মধ্যে রাখা উচিত। সেই সঙ্গে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মী থাকা উচিত। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সিসি ক্যামেরা বাড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হয়। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করার বিষয়ে তদন্ত কমিটির সদস্য ডিএমপির উপকমিশনার জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বর বলেন, বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারী লাঞ্ছনার সত্যতা পাওয়া গেলেও ঘটনায় বিজ্ঞাপন দিয়েও কারো কাছ থেকে এ নিয়ে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। সেই সঙ্গে ঘটনায় জড়িত বখাটেদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশবাসীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তবে এতেও কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলার তদন্ত অব্যাহত আছে।

জড়িতদের ব্যাপারে তথ্য নেই

এক প্রশ্নের জবাবে ডিবির এই কর্মকর্তা বলেন, যেসব নারী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে গিয়ে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন তাঁদের নাম-পরিচয় গোপন রেখে মোবাইল ফোন ও ই-মেইলে অভিযোগ পাঠাতে অনুরোধ জানানো হলেও ভুক্তভোগীদের কোনো অভিযোগ এখনো মেলেনি। তিনি বলেন, অন্তত একজন ভুক্তভোগী নারীর নিজ মুখের অভিযোগ পাওয়া গেলে বখাটেদের গ্রেপ্তার করা সহজ হতো। ভিডিও ফুটেজে নারী নিগ্রহে জড়িতদের চেহারা স্পষ্ট নয়। এখন পর্যন্ত কোনো সূত্র থেকেই বখাটেদের চেহারার কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল তারা তদন্ত শেষ করতে পারেনি। এখন অধিকতর তদন্ত চলছে বলে দাবি করেছে সংশ্লিষ্টরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরিন আহমেদকে প্রধান করে গত ১৬ এপ্রিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটি জনসাধারণের কাছ থেকে সাত দিনের মধ্যে ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণ চেয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ছাত্র বা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের কাছে তথ্য-প্রমাণ দেয়নি।

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক নাসরিন আহমেদ বলেন, 'পহেলা বৈশাখের ঘটনায় গণমাধ্যমে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েও সশরীরে এসে কেউ কোনো তথ্য দেয়নি। তথ্য আহ্বান করা সত্ত্বেও কেউ তথ্য দিতে আসেনি। কাজেই গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য ও ভিডিও ফুটেজ দেখে তদন্ত করা হচ্ছে।'